ফ্লেক্স ছেঁড়ায় উত্তেজনা

দিনহাটা, ১৩ জুন ঃ পেটলা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসের সামনে প্রধান সড়কের উপর নির্মিত স্বাগত তোরণ থেকে যুব তৃণমূলের ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগ উঠল বুধবার। এনিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। যুব তৃণমূলের আঞ্চলিক কর্মীদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে দিনহাটা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগকারীদের বক্তব্য, আসন্ন ইদ উপলক্ষ্যে নির্মিত শুভেচ্ছাসূচক তোরণ থেকে কে বা কারা মঙ্গলবার রাতে ফ্লেক্স ছিঁড়ে দিয়েছে। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক নেতা জাকিরিয়া হোসেন এ বিষয়ে জানান, ইদের শুভেচ্ছাবার্তার এই ফ্লেক্স ছিঁড়ে দলীয় নেত্রীকেই অপমান করা হয়েছে। প্রশাসনের কাছে আমরা এ ধরনের ঘটনায় যুক্ত অপরাধীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছি। এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বস্ত্র বিতরণ

দিনহাটা, ১৩ জুন ঃ বুধবার দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হল দিনহাটা–১ ব্লকের গিতালদহে। গিতালদহ শান্তিকালী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে স্থানীয় হাইস্কুল চত্বরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়, যুব তৃণমূলের জেলা সম্পাদক নিশীথ প্রামাণিক, বিধায়ক উদয়ন গুহ সহ অন্যরা। আয়োজক কামিটির কনভেনার আবু আল আজাদ জানান, গিতালদহ–১,২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় আড়াই হাজার দুস্থ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে ইফতার পার্টিরও আয়োজন ছিল বলে জানা গিয়েছে।

পুণ্ডিবাড়ির খবর ঃ ইদ উপলক্ষ্যে সম্প্রীতি রক্ষায় খাগড়াবাড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করে। বুধবার খাগড়াবাড়ি চৌপথিতে এলাকার কয়েকশো মানুষের হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দেন জেলাপরিষদ সদস্য পরিমল বর্মন, পঙ্কজ ঘোষ, বরুণ দত্ত, তৃণমূলের এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি পরেশ বর্মন প্রমুখ।

মিশ্র চাষের উদ্যোগ

পুণ্ডিবাড়ি, ১৩ জুন ঃ কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের কৃষি দপ্তর এলাকায় কৃষিক্ষেত্রে জোয়ার আনতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের মরিচবাড়ি, খোলটা ও কোনামালিতে কৃষকদের মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা বিতরণ এবং নাগেশ্বরগুড়িতে আতমা প্রকল্প থেকে মেশিনে ধান রোপণের ওপর ৪০ জন চাষিকে নিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করলেন ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তা বিশ্বনাথ তালুকদার। এছাড়াও ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক নন্দন প্রামাণিক, ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার বিকাশ সাহা সহ টেকনোলজি ম্যানেজার অন্তরা ভট্টশালি জমিতে মেশিনের সাহায্যে ধান রোপণ করে চাষিদের প্রশিক্ষণ দিলেন।

কৃতী সংবর্ধনা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৩ জুন ঃ বুধবার মাথাভাঙ্গা–২ ব্লকের মাধ্যমিকে কৃতী ১০ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দিল ঘোকসাডাঙ্গা ছাত্র সংঘ। ছাত্র সংঘের পক্ষে ভাস্কর বর্মন জানান, এদিন ঘোকসাডাঙ্গা রেলস্টেশন সংলগ্ন মাঠে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ব্লকের ১০ জন কৃতীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

কোচকে বরখাস্ত করা কি বিশ্বকাপে স্পেনের হঠকারী সিদ্ধান্ত ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

প্রায় প্রতি বছর রাজ্যে কোনো না কোনো নির্বাচন থাকার জন্যই কি উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে ?

হ্যাঁ	না
৩৭%	৬৩%

দিনের কথা

বিজেপিতে নেতারা নিজেদের গুরুকে ছেঁটে ফেলেন। বাজপেয়ীজি, আদবানিজি, যশবন্ত সিংজি ও তাঁদের পরিবারকে হেনস্তা আসলে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সংস্কৃতিকে যেভাবে দেখেন তার পরিচয় দেয়।

–রাহুল গান্ধি

(মুম্বইয়ে দলীয় কর্মীদের সভায়)

আবহাওয়া

১৩ জুনের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৬.৬	২৫.৬
শিলিগুড়ি	৩৩.৫	২৬.০
জলপাইগুড়ি	৩৩.৭	২৬.৯
কোচবিহার	৩৩.৭	২৬.১
আলিপুরদুয়ার	৩৩.৪	২৬.০
মালদা	৩৫.৩	২৬.৯
রায়গঞ্জ	৩৪.৭	২৬.৪
গ্যাংটক	২৩.৪	১৮.৪

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি হতে পারে।

লাভের মুখ দেখল সমবায়িকা, পাঁচতলা ভবনের প্রস্তাব

প্রাণপ্রতিম পাল

কোচবিহার, ১৩ জুন ঃ খরা কাটিয়ে লাভের মুখ দেখল কোচবিহার সমবায়িকা। এবার তাই আর পেছনে ফিরে তাকানো নয়। এই সাফল্য থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে কোচবিহার সমবায়িকা এবার নিজেদের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিচ্ছে। বুধবার সমবায়িকার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিন কোচবিহার হোলসেল কনজিউমার কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ভূষণ সিং সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, শপিংমলের আদলে সমবায়িকার ভবন তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই অনলাইন পরিসেবার মাধ্যমে গ্রাহকরা সমবায়িকা থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারবেন। ভূষণবাবু বলেন, 'কম দামে ভালো জিনিস সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। সুনীতি রোডে সমবায়িকার দোতলায় প্রসাধনী কাউন্টার চালু করা হয়েছে। ওই কাউন্টারে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার প্রসাধনী সামগ্রী রয়েছে। সেখান থেকে সাধারণ মানুষ নিজেদের পছন্দমতো প্রসাধনী কিনতে পারছেন।' ভূষণবাবু জানিয়েছেন, পুরানো দিনের সমবায়িকা ভবন ভেঙে সেখানে পাঁচতলা ভবন তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের কাছে। সেখানে জামাকাপড়, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, বাচ্চাদের খেলনা, খাতা–পেন, বাসনপত্র সবই থাকবে বলে ভূষণবাবু জানান। এদিনের সভার সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আকারে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের সমবায় দপ্তরে পাঠানো হবে। সেখান থেকে সবুজ সংকেত পেলে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ শুরু হবে।

কোচবিহার সমবায়িকা সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৩–১৪ আর্থিক বছরে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। সেই ক্ষতি পুষিয়ে ২০১৭–১৮ আর্থিক বছরে সমবায়িকার আয় হয়েছে ১২ লক্ষ ৩ হাজার ২৮১ টাকা। রাজ্য সরকারের অডিটে কোচবিহার সমবায়িকা 'এ' গ্রেড পেয়েছে। সমবায়ে কাজকর্মের স্বাচ্ছন্দ্য, হিসেবপত্র ও মানব কল্যাণে সমবায়ের ভূমিকার ভিত্তিতে ২০১৬ সালে রাজ্যে সেরা হিসেবে কোচবিহার সমবায়িকা 'সমবায় রত্ন' পুরস্কার পায়। ২০১৭ সালে রাজ্যে দ্বিতীয় সেরা সমবায় হিসেবে পুরস্কৃত হয় এই সমবায়িকা।

এদিন বার্ষিক সাধারণ সভায় জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে সমবায়িকার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে সুনীতি রোডে সাত হাজার স্কোয়ার ফিটের কাউন্টারটি ছাড়াও মরাপোড়া চৌপথিতে প্রায় ২ হাজার ২০০ স্কোয়ার ফিটের আরেকটি কাউন্টার রয়েছে। প্রায় ৪১ জন কর্মচারী দুটি কাউন্টারে কাজ করছেন। মরাপোড়া চৌপথির দ্বিতল কাউন্টারটি অবশ্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

ভূষণবাবু বলেন, 'গ্রাহকরা বাড়িতে বসে অনলাইনের মাধ্যমে সমবায়িকার বিভিন্ন সামগ্রী কিনতে পারবেন। শীঘ্রই আমরা এই পরিসেবা চালু করব।' জানা গিয়েছে, কোচবিহার সমবায়িকা সুফলা বাংলা প্রকল্প চালু করার জন্যও ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

এই সমবায়িকাকেই পাঁচতলা করার প্রস্তাব যাচ্ছে রাজ্যের কাছে। ছবি ঃ জয়দেব দাস

পুরানো দিনের সমবায়িকা ভবন ভেঙে সেখানে পাঁচতলা ভবন তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের কাছে।

– ভূষণ সিং, *চেয়ারম্যান, কোচবিহার পুরসভা*

বুধবার জলপাইগুড়িতে দুই জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে খাদ্যমন্ত্রী। ছবি ঃ সমীর

র‍্যাশনকার্ডের রিপোর্ট চান মন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

বুধবার টানা চার ঘণ্টা ধরে জলপাইগুড়ি পুরসভার হলে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার র‍্যাশন ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠক করার পর এই খবর দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী জানিয়েছেন, ফিউচার গ্রুপের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় খাদ্য দপ্তর নিজস্ব ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলবে।

মন্ত্রী এদিন বলেন, '১৫৫০ টাকা কুইন্টাল দরে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলা পূরণ করতে পারেনি। জলপাইগুড়ি জেলায় ১৬ হাজার ১১৬ হেক্টর জমিতে উৎপাদন হয়েছে হেক্টর প্রতি ৪.৯ মেট্রিক টন ধান। মোট ৪ লক্ষ ২৫ মেট্রিক টন আমন ধানের উৎপাদন হলেও জেলায় ১ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনাও সম্ভব হয়নি। ১ লক্ষ ৭০ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে মাত্র ৭৬ হাজার ৫৬ মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে। বোরো ধানের ক্ষেত্রে ২০ হাজার ৭৪১ হেক্টর প্রতি ৫.৪২ মেট্রিক টন ধান হয়। মোট উৎপাদিত বোরো ১ লক্ষ ১৩ মেট্রিক টনের মধ্যে এবার জেলা খাদ্য দপ্তরকে মাত্র ২৫ শতাংশ ধান সরকারি মূল্যে কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

মন্ত্রী অবশ্য বলেন, 'চালের দাম বাড়বে বলে অনেক চাষি সরকারি মূল্যে ধান বিক্রি না করে ঘরে মজুত করে রেখেছেন। তাছাড়া চাষিদের জমি থেকেই ফড়েরা নিজেরা গিয়েই সরকারি মূল্যে ধান কিনছে। অথচ সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে ধান নিয়ে এলে কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা করে পাবেন কৃষকরা। কিন্তু তাতেও কৃষকরা আসছেন না। যে কারণে জেলাশাসক, খাদ্য দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চাষিদের জমির কাছাকাছি ক্রয়কেন্দ্র খুলে মাইকিং করে সরকারি মূল্যে ধান কেনার ব্যবস্থা করার জন্য।'

খাদ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'এফসিআইয়ের মাধ্যমে আমরা গত দু–মাসে প্রতিবেশী সিকিমকে ৪০০০ মেট্রিক টন চাল রপ্তানি করেছি। এবার এফসিআইয়ের মাধ্যমে আর–এক প্রতিবেশী অসমকেও চাল রপ্তানি করতে চলেছি।'

এদিনের বৈঠকে ডুয়ার্সের একাধিক চা বাগান মালিক সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। চা বাগানে শ্রমিকদের যৌথ পরিবার ভেঙে নতুন পরিবার তৈরি হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, 'এই পরিবারগুলির নতুন র‍্যাশনকার্ড করা হবে। তাছাড়া বাগানগুলি অ–শ্রমিক পরিবারগুলিকে র‍্যাশন দেয় না। এবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে চা বাগানের অ–শ্রমিকদেরও ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া হবে। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড়ে ৩০১টি ন্যায্যমূল্যের র‍্যাশন দোকান হবে। যার মধ্যে ১২৬টি ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। বাকিগুলির মধ্যে আরও ৪৮টি তৈরি আছে। জুলাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে এলে তিনি উদ্বোধন করবেন। একেকটি র‍্যাশন দোকান তৈরিতে খরচ হয়েছে ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা।'

ফিউচার গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি করে খাদ্য দপ্তর রৌদ্রবৃষ্টি নামে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলেছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গের একটি জেলা ও কলকাতার পর এবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও এই স্টোর হচ্ছে। বিভিন্ন নামি কোম্পানির চাল, ডাল, তেল, মশলা, ফাস্ট ফুড প্রভৃতি ৫০০ ধরনের সামগ্রী মিলবে এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। এসব সামগ্রী র‍্যাশন দোকান থেকেও মিলবে।

এদিনের বৈঠকে শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসারিয়া, দুই জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা, খাদ্য ও শ্রম দপ্তরের কর্তারা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, চা বাগান মালিকদের সংগঠন ও র‍্যাশন ডিলাররা উপস্থিত ছিলেন।

আলিপুরদুয়ারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত

অসিত কর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন ঃ আলিপুরদুয়ার জেলায় এই প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে চলেছে। সরকারিভাবে ইতিমধ্যে এ বিষয়ে সরকারি স্তরে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বুধবার এই খবর জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিদায়ি জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ করনম। তিনি জানান, 'সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে এই সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার জেলা প্রশাসন থেকে শীঘ্রই ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করে পাঠানো হবে।' তিনি বলেন, 'জেলার কোথায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হবে সেটা এখনও ঠিক হয়নি। আশা করা হচ্ছে শীঘ্রই জায়গা চিহ্নিত হয়ে যাবে।'

সম্প্রতি সরকারের তরফে আলিপুরদুয়ারে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালুর কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ প্রতিনিধিদল আলিপুরদুয়ার–১ ব্লকের তপসিখাতা ও আলিপুরদুয়ার–২ ব্লকের মহাকালগুড়ি পঞ্চায়েতের বাকলা এলাকা ঘুরে দেখেছেন। ওই দুটি এলাকার বাসিন্দারা চাইছেন নিজেদের এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় চালু হোক। এনিয়ে একাধিক মহলে বিতর্কও হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই দুটি এলাকা চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। দুটি এলাকাতেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা ও উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এবার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরির সিদ্ধান্তে আগের সেই বিতর্কের অবসান হতে চলেছে বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ একটি এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হলে, অন্যটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনই প্রশাসনের কর্তারা মুখ খুলছেন না।

এদিকে, নিউ আলিপুরদুয়ারে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে পলিটেকনিক কলেজ নির্মাণের কাজ চলছে। এবার জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রান্তিক এলাকার ছাত্রছাত্রীদের সামনে উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই নতুন এই জেলায় প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সরকারি সিদ্ধান্তে সব মহলেই খুশির হাওয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পড়ুয়ারা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'আলিপুরদুয়ারে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হবে বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে শুনেছি। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি মিলেছে। শীঘ্রই জায়গা চিহ্নিত করে কলেজ স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।'

আলিপুরদুয়ার নিউটাউন বালিকা বিদ্যালয়ের টিচার ইন চার্জ শ্রেয়সী দত্ত বলেন, 'এটা খুব ভালো খবর। আমাদের স্কুল সহ জেলার বহু পড়ুয়া জয়েন্ট দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বাইরে যায়। গত বছর কোচবিহারে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভরতি হয়েছে আমাদের কয়েকজন ছাত্রী। এখানে কলেজ চালু হলে প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়াদের সবচেয়ে বেশি সুবিধে হবে।' আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু দত্ত জনান, 'আমাদের পড়ুয়াদের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার ঝোঁক বেশি দেখা যাচ্ছে। তবে জেলায় নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হলে ভালো হবে। এতে এই এলাকার পড়ুয়াদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার প্রবণতা বাড়বে।'

দুনিয়া কাঁপানো বত্রিশ দিন

প্রথম পাতার পর

আর যে গুন্ডারা ইউরোতে ঝামেলা বাধিয়েছিল, শুধু তারাই নয় আরও অনেক মার্কামারাদের আগে থেকে চিহ্নিত করার কাজটা শুরু হয়েছিল। ম্যাচ দেখতে গেলে যে ফ্যান আইডি লাগবে, তা বরাদ্দ হয়নি তাদের জন্য। ঝামেলা বাধালে হাজতবাস করতে হবে এই ভয়টা নরমে–গরমে ভালোমতোই তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। আর জেনিথ, সিএসকেএ, স্পার্টাকের মতো দলের খেলায় উচ্ছৃঙ্খল দর্শকদের বাগে আনার কাজটা ভালোমতোই করে থাকে পুলিশ। বিশ্বকাপের দূত ভিক্টোরিয়া লোপয়েরেভা বলছিলেন, 'এখানে দর্শকরা লড়াই করবেন বলে ফুটবল দেখতে আসেন না। ফুটবলের মাধ্যমে সবাই একসূত্রে বাঁধা পড়বেন, সেটাকেই উপভোগ করতে, আনন্দে মাততে ও সুন্দর ফুটবল দেখার মানসিকতা নিয়েই রয়েছেন রুশরাও। বিশ্বের সবথেকে বড়ো মাপের ফুটবলাররা খেলতে নামবেন, আর মিলিয়ে নেবেন সবথেকে নিরাপদ বিশ্বকাপ উপহার দেবে রাশিয়া।'

বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে বিশ্বকাপের মাঝে চিন্তাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের লেফট ব্যাক ড্যানি রোজ। পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে তাদের রাশিয়ায় আসতে বারণ করে অনেকের শঙ্কা বাড়িয়েছিলেন তিনি। বর্ণবৈষম্যমূলক পরিস্থিতি নিয়ে কিছুটা চিন্তা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যেভাবে সেটা তুলে ধরা হচ্ছে তেমনটা মোটেই নয়। গত সেপ্টেম্বরে জাতীয় দলের ম্যাচে বর্ণবিদ্বেষের ঘটনার জেরে ফিফা জরিমানা করেছিল রাশিয়াকে। এবারে বিশ্বকাপের সময়ে অপ্রীতিকর অবস্থা সামলাতে স্টেডিয়ামের বিভিন্ন স্ট্যান্ডে উপস্থিত থাকবেন গুপ্তচররা। পরিস্থিতি বেগতিক হলেই তারা পুলিশকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন। এতো গেল নিরাপত্তার বিষয়। রুশরা ঠিক কেমন, সেটা কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে অন্তত জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। কৃষ্ণাঙ্গ হলেও পল পোগবা, ওসমান ডেম্বেলে বা সাদিও মানের গুণমুগ্ধের সংখ্যা কিন্তু কম নয় রুশ তরুণদের মধ্যে। বিদেশিদের আপন করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে নেই। স্পার্টাক সমর্থকরা কুইন্সি প্রোমেসকে ঘরের ছেলের মতো আপন করে নিয়েছিলেন। সিএসকেএ–তে ভাগনার লাভ, কেইসুকে হোন্ডা এবং লোকোমোটিভের চলতি মরশুমের খেতাব জয়ের দুই নায়ক ম্যানুয়েল ফার্নান্ডেজ ও জেফারসন ফারফান যথেষ্টই সমর্থকদের মনের কাছে।

ভদকা খেয়ে আর বাহারি শীতটুপি পরে ঘুরে বেরিয়ে দিনযাপনই রুশদের সবটা নয়। গতবছর কনফেডারেশনস কাপের সময়ে চিলি, মেক্সিকোর সমর্থকরা রুশদের সঙ্গে একত্রে মন খুলে আড্ডা মেরেছেন। দুই দেশের পতাকা গায়ে হাসিমুখে ভিনদেশি সমর্থকদের সঙ্গে ছবিতে ভরে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল ও আর্সেনাল সমর্থকরা উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছেন প্রতিবার। গত আটবছরে চারবার রাশিয়ায় খেলে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের খেলা দেখতে রাশিয়ার টিকিট নিশ্চয়ই সবার আগে তারাই কেটেছেন। পশ্চিমি দুনিয়ার মতো সহজে রুশরা মিশতে না পারলেও তাদের মনের উষ্ণতা ছুঁয়ে যাবেই। কিছুদিন একসঙ্গে কাটালেই গোটা দুনিয়া নিঃসন্দেহে বুঝবে রুশরা কতটা আপন করে নিতে পারে। কারণ, বিশ্বকে স্বাগত জানাতে নিজেদের সবটা হাসিমুখে মেলে ধরতে যে মুখিয়ে আছেন রুশরা।

ছাঁটাই স্প্যানিশ কোচ

প্রথম পাতার পর

গতকালই রিয়ালের কোচের পদে তার তিনবছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার খবর সামনে আসতেই চটে যায় স্প্যানিশ ফুটবলের সর্বময় নিয়ামক সংস্থা।

গতকাল রাতে রিয়ালের ঘোষণার পরে এদিন সকাল থেকে স্পেন শিবিরের ডামাডোল চরমে ওঠে। সকালেই জানিয়ে দেওয়া হয় স্পেনের পক্ষ থেকে বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে। মাঝে অবশ্য লোপতেগুইয়ের পক্ষে সওয়াল রেখে তাকে স্পেনের কোচ হিসেবে রেখে দেওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা চালান সার্জিও র‍্যামোসের নেতৃত্বে কয়েকজন ফুটবলার। কানাঘুষো ওঠে ঝামেলা হলেও আরএফইএফ সভাপতি লুইস রুবিয়ালেসকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন লা রোজা ফুটবলাররা। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাটকীয়ভাবে লোপতেগুইকে ছেঁটে ফেলার কথা জানিয়ে দেয় রুবিয়ালেস। তিনি জানিয়েছেন, 'বিশ্বকাপ শুরুর দু'তিন দিন আগে এরকম কাজ করাটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। জুলেন খুবই পেশাদার, ওর কোচিং স্টাইলও দুরন্ত। কিন্তু এভাবে ফেডারেশনকে অন্ধকারে রাখাটা মেনে নেওয়া যায় না। জুলেন স্পেনের জন্য যা করেছে তার জন্য ওকে ধন্যবাদ, তবে ওকে সরিয়ে দেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে বাধ্য হলাম আমরা।'

২০১৬ সালের ইউরোর পরে ভিনসেন্ট দেল বস্কের স্থানে বসেছিলেন জুলেন লোপতেগুই। স্পেনের বিভিন্ন জুনিয়ার দলকে সাফল্য এনে দিয়ে লা রোজার সিনিয়র দলের দায়িত্বের রাস্তা খুলে গিয়েছিল তার কাছে। লোপতেগুইয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে একটাও ম্যাচে হারেনি স্পেন। টানা ২০ ম্যাচে লা রোজার প্রশিক্ষক হিসেবে অপরাজিত থাকার পরেও বিশ্বকাপের ঠিক আগে তার পরবর্তী দায়িত্ব সম্পর্কে ঘোষণাই কাল হল লোপতেগুইয়ের জন্য। এদিকে, জুলেন লোপতেগুইকে সরিয়ে তার স্থানে বসানো হচ্ছে ফার্নান্দো হিয়েররোকে। স্পেনের স্পোর্টিং ডিরেক্টরের পদ সামলাচ্ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার স্পেন দলকে প্রথমবার ক্রাসনোডারের বেস ক্যাম্পে কোচিং করাতে নামবেন হিয়েররো। আর শুক্রবার পোর্তুগালের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে স্পেনের কোচের পদে অভিষেক হবে তার। বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে কোচকে ঘিরে এমন নাটকে স্পেন শিবিরের ফোকাস যে নড়ে যেতে বাধ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০১৪ সালের মতোই এবারেও যদি ২০১০ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নেয়, তাহলে তার পিছনে সবথেকে বড়ো কারণ হয়ে থাকবে 'লোপতেগুই ইশ্যু'। আর ফেভারিট হয়ে রাশিয়ায় খেলতে যাওয়া লা রোজারা সব বিতর্ক ঝেড়ে ফেলে বিশ্বকাপে দারুণ কিছু করতে পারলে, সেটাও হবে ঐতিহাসিক কীর্তি।

মেখলিগঞ্জে কর্মশালা

মেখলিগঞ্জ, ১৩ জুন ঃ মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নিয়ে জেলা পর্যায়ের কর্মশালা বুধবার থেকে শুরু হল কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ শহরে। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের করণের (মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক) উদ্যোগে এই কর্মশালা। বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিকা গোলে মেখলিগঞ্জের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অনিমেষ দেবনাথ প্রমুখ কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন।

ব্যাংকার্স কমিটির বৈঠক

তুফানগঞ্জ, ১৩ জুন ঃ ব্লকস্তরের ব্যাংকার্স কমিটির ২০১৮–১৯ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বুধবার বিকেলে তুফানগঞ্জ–১ ব্লকের বিডিও–র অফিসে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের ঋণ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা সহ নানা বিষয়ে অলোচনা হয় বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

সহযোগিতার আশ্বাস

তুফানগঞ্জ, ১৩ জুন ঃ উচ্চমাধ্যমিকে তুফানগঞ্জ মহকুমায় সম্ভাব্য প্রথম স্থানাধিকারী অনিমা বসাককে আর্থিক সহযোগিতা করলেন নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা তৃণমূলের নাককাটিগাছ অঞ্চল সভাপতি শচীন্দ্রনাথ বর্মন। বুধবার বিকেলে তিনি অনিমা বসাকের বাড়িতে গিয়ে নগদ এক হাজার টাকা তার হাতে তুলে দেন।

সংবর্ধনা

মানিকগঞ্জ, ১৩ জুন ঃ উচ্চমাধ্যমিকে জলপাইগুড়ি জেলার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সংগীতা রায়। বুধবার কৃতী এই ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল খারিজা বেরুবাড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুঘুডাঙ্গা মনোহরপাড়ার ওই বাড়িতে যায়। সেখানে তার হাতে বই, কলম, ফুলের তোড়া তুলে দেয় তারা। আশ্বাস দেয় সাহায্যের।

দুর্নীতি রুখতে কড়া হচ্ছে খাদ্য দপ্তর

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ দুর্নীতি রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য খাদ্য দপ্তর। প্রতিটি মিলে নিয়োগ করা হচ্ছে মিল ইনস্পেকটর। ফ্লাওয়ার মিলগুলিতে বসছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। র‍্যাশন দোকানে চালানো হবে বিশেষ অভিযান। দুর্নীতি দমনের জন্য রাজ্যস্তরে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ গোপন দল। সেই দলে কারা থাকবেন সেই খবর জানানো হবে না জেলা খাদ্য নিয়ামককেও। বুধবার উত্তরকন্যায় বৈঠক শেষে বিশেষ নজরদারি ব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত র‍্যাশন ডিলারদের কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। সাবধান করা হয়েছে গোডাউন ইনস্পেকটরদেরকেও।

এদিনের বৈঠকে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার র‍্যাশন ডিলার, মিল মালিক, ডিস্ট্রিবিউটর, বিডিও, এসডিও সহ খাদ্য দপ্তরের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁদের কাছে বেশ কিছু দুর্নীতির অভিযোগ জমা পড়েছে বলে স্বীকারও করেছেন খাদ্যমন্ত্রী। দুর্নীতি রুখতে কয়েকটি স্তরে নজরদারি ব্যবস্থা চালু করেছে খাদ্য দপ্তর। সেই ব্যবস্থার শীর্ষে থাকছে একটি গোপন নজরদারি দল। সেই দল সরাসরি মন্ত্রী এবং সচিবের নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে। ওই দলে কারা থাকবেন এবং দলটি কোথায়, কখন, কীভাবে কাজ করবে সেটা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। জেলাস্তরের শীর্ষকর্তাদেরও দল সম্পর্কে কোনো তথ্য দেওয়া হবে না। দলটি বিভিন্ন ক্যাটিগোরির ইনস্পেকটর থেকে শুরু করে র‍্যাশন ডিলার– সকলের উপরই নজরদারি চালাবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের তালিকাভুক্ত মোট ৭১টি ফ্লাওয়ার মিল রয়েছে। এর মধ্যে দার্জিলিং জেলায় রয়েছে তিনটি মিল। সরাসরি নজরদারি চালাতে প্রতিটি মিলেই বসানো হচ্ছে চারটি করে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। জেলা খাদ্য নিয়ামকের দপ্তর থেকে ওইসব ক্যামেরার মাধ্যমে মিলগুলিতে নজর রাখার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি আটা মিলে একজন করে মিল ইনস্পেকটর নিয়োগের কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই দার্জিলিং জেলায় থাকা তিনটি আটা মিলে তিনজন ইনস্পেকটর নিয়োগ করা হয়েছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। দুর্নীতি রুখতে মিল ইনস্পেকটরদের ছয় মাস পরপর বদলি করা হবে। তাছাড়া মিল থেকে যে আটা সরবরাহ করা হবে দ্বিতীয় দফায় সেগুলির গুণগতমান যাচাই করবেন স্থানীয় বিডিও বা এসডিওরা। অর্থাৎ ইনস্পেকটদের কাজের উপর প্রশাসনিক নজরদারি রাখা হচ্ছে। শুধু মিল ইনস্পেকটর নয়, দুর্নীতি রুখতে গোডাউন ইনস্পেকটরদের উপর কড়া নজরদারি চালাবে খাদ্য দপ্তর। জ্যোতিপ্রিয়বাবু বলেন, 'গুদামগুলি থেকে যেসব মাল সরবরাহ করা হবে তার গুণগতমান যাচাই করে নিতে হবে গোডাউন ইনস্পেকটরদেরকেই। যদি খারাপ মাল সরবরাহ হয় তার দায় বর্তাবে ওই ইনস্পেকটরদের উপরই। আর সেটা আমরা বরদাস্ত করব না। সেইক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে গোডাউন ইনস্পেকটরের বিরুদ্ধে।'

খোলা থাকবে

মাদারিহাট, ১৩ জুন ঃ আগামী ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর অবধি বন্ধ থাকবে জলদাপাড়া সহ সমস্ত বনাঞ্চল। কিন্তু এবছর থেকে পর্যটন শিল্পের কথা মাথায় রেখে বাফার জোনে পর্যটকদের ঢোকার অনুমতি দেবে বন দপ্তর। জলদাপাড়ার দুটি জায়গা খোলা থাকবে। দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্র এবং মেন্দাবাড়ি খোলা থাকবে বর্ষাকালেও। রাজ্যের বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন জানান, জঙ্গল বন্ধ থাকলেও এই দুটি জায়গায় পর্যটকরা যেতে পারবেন।

টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান হচ্ছেন অরুণকুমার রায়

নাগরাকাটা, ১৩ জুন ঃ টি বোর্ডের নতুন ডেপুটি চেয়ারম্যান হচ্ছেন অরুণকুমার রায়। তিনি আইপিএস আধিকারিক। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়। ক্যাবিনেটের নিয়োগ–সংক্রান্ত কমিটি তাতে সিলমোহর দেয়। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। অরুণবাবু দুই বছর ওই পদে আসীন থাকতে পারবেন। তবে প্রয়োজনে তাঁর কাজের মেয়াদ পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়াতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে এতদিন পর্যন্ত এই পদে আইএএস আধিকারিকদের বসানোর রেওয়াজ ছিল।

গত সাড়ে চার বছর ধরে টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদটি খালি ছিল। অস্থায়ীভাবে অন্য আধিকারিকদের দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছিল। ফলে একটা সময় টি বোর্ড থাকবে কিনা, তা নিয়ে চা মহলে শঙ্কা দেখা দেয়। নতুন স্থায়ী ডেপুটি চেয়ারম্যানের নাম ঘোষিত হওয়ায় খুশি উত্তরবঙ্গের চা শিল্প মহল।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর টি বোর্ডের গঠনতন্ত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। এর আগে বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন শীর্ষ আমলাকে বসানো হত। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ওই বিধি বদল করে অসমের বিশিষ্ট চা শিল্পপতি প্রভাতকমল বেজবড়ুয়াকে চেয়ারম্যান করে। ফলে এখন টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদটি আলংকারিক বলেই চা শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা জানান। নতুন ব্যবস্থায় ডেপুটি চেয়ারম্যানের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতার অনেকটাই দেওয়া হয়েছে। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'গত কয়েকবছর ধরে স্থায়ী ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে কেউ নিযুক্ত না হওয়ায় আমরা উদ্বেগে ছিলাম। এখন তা দূর হয়েছে।'

পেশাদারিত্বে উজ্জ্বল জার্মানি

প্রথম পাতার পর

তাই তাঁকে নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠল না। তাঁর দলের বোয়েতাং এবং গুনোগাড়কে নিয়ে যে বিতর্কটা পাকিয়ে উঠেছিল সেটাও হেলায় ডজ করে গেলেন, 'ক্লাব ওকে কেন খেলায়নি তা ওর ক্লাব জানে। তাছাড়া ও শপিং করতে গিয়েছিল কিনা বা কী করছিল তা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওর চোট নেই এটুকু আমি জানি।' বিশ্বকাপ হচ্ছে অথচ এখানকার মানুষের তেমন তাপ–উত্তাপ নেই এমন প্রশ্নও বারবার উঠল এদিন। রাশিয়ার পরিবেশ পরিস্থিতির এই বিষয়টা অবশ্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে লো বলে দিলেন, 'বল গড়াতে দিন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। রাশিয়া–সৌদি আরব ম্যাচের পর দেখবেন বিশ্বকাপ যেমন হয় তেমনি চলছে।'

বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক মুখে মুখে কোচ তাড়াবার ঘটনা প্রায় বিরল। আর এরকম কাণ্ডই ঘটিয়েছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন। লোপেতেগুইয়ের এই বহিষ্কার অবশ্য চমকে দিয়েছে জার্মানি কোচকেও। লো–র মন্তব্য, 'এটা একেবারেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। নতুন যে কোচ হয়েছে সেই ফার্নান্দো হিয়েরো সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। তবে বিষয়টা ওদের একান্তই নিজস্ব। তবে এটুকু বলতে পারি লোপেতেগুই থাকুন বা না থাকুন স্পেন সবসময়ই ভয়ংকর।' একইভাবে এখনই ব্রাজিল নকআউট স্টেজে প্রতিপক্ষ হবে কিনা তা নিয়েও বাড়তি মাথাব্যথা নেই লো–র। স্পেন পারুক বা না পারুক চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানির কাঠিন্য এবং পেশাদারিত্ব নিয়ে আশাবাদী হওয়ার লোক বড়ো কম নেই। আর তার জন্যই তো বারবার বিশ্বকাপে চলে আসেন হেরমুট স্নেইডারের মতো মানুষ। যাকে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জার্সি তুলে দিয়ে সম্মান জানালেন জোয়াকিম লো নিজেই।

দুর্ঘটনায় জখম যুবক

জয়গাঁ, ১৩ জুন ঃ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। মঙ্গলবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে ভারত–ভুটান সার্ক রোডের দলসিংপাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দলসিংপাড়ার মাঝি লাইনের বাসিন্দা বিকাশ ব্রাহ্মণ ও অপর এক যুবক বাইক নিয়ে ওই রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ভুটানগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় মোটরবাইকের। গুরুতর জখম বিকাশকে উদ্ধার করে রাতেই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। জয়গাঁ থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও ট্রাকটি আটক করেছে। ট্রাকচালক পলাতক। চালকের খোঁজ চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলিপুরদুয়ারের কলেজ

প্রথম পাতার পর

এরফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কাজ করে বাড়ি ফিরে আসাই মুশকিল হয়ে পড়ে এই জেলার অধ্যাপক থেকে পড়ুয়াদের। ফালাকাটা কলেজের অধ্যক্ষ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, জেলার প্রত্যন্ত এলাকার কলেজের পড়ুয়া ও অধ্যাপকদের এত দূর থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কাজ করা সত্যিই খুব কষ্টকর ব্যাপার। তার চেয়ে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হলে জেলার কলেজগুলির সঙ্গে জড়িতরা উপকৃত হবেন। আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক তথা ওয়েবকুপার জেলা সভাপতি গোবিন্দ রাজবংশী বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করেছি এই জেলার কলেজগুলিকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় নিয়ে আসা হোক। তবে মুখ্যমন্ত্রী এই জেলাতেও একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা করেছেন। তার কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। আমাদের আশা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেলেই তাতেই অন্তর্ভুক্ত হবে জেলার কলেজগুলি। ততদিন জেলার কলেজগুলির সঙ্গে জড়িতদের সব কষ্ট মেনে নিতেই হবে বলে গোবিন্দবাবু জানিয়েছেন।